০৭-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - "বাবা এসেছেন তোমাদের দুঃখলোক থেকে উদ্ধার করে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য, 'ধাম' শব্দটি কেবল মাত্র পবিত্র স্থানের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে।"

প্রশ্ন :- এই বেহদের (অসীমের) খেলা (নাটক) কোন্ দুটো শব্দের আধারে রচিত হয়েছে?

উত্তর :- "আশীর্ব্বাদী-বর্সা ও অভিশাপ" -- বাবা সুখ ভোগের আশীর্ব্বাদী বর্সা দেন, আর রাবণ দুঃখ ভোগের অভিশাপ দেয়। এটাই বেহদের সার কথা। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা এই বাবার থেকেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকে। কিন্তু এর পরের অর্ধকল্পে রাবণ আত্মাদেরকে কেবল অভিশাপই দিয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে, তোমরা আত্মারা সেই নিরাকারী দুনিয়ার বাসিন্দা ছিলে, তাই তো আবার সুখের দুনিয়াতেও তোমরা অভিনয় করার সুযোগ পাচ্ছো। তোমরাই তারা, যারা দেবী-দেবতা থেকে একের পর এক ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়ে এখন ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছ, আবারও দেবী-দেবতা হবার লক্ষ্যে।

গীত :- ওঁম্ নম শিবায়।

ওঁম্ শান্তি। এ সবই হচ্ছে বেহদের বাবার মহিমা। যেহেতু সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হলেন এই এক ও একমাত্র ভগবান। তাঁর অজানা কিছুই নেই। তাই এই সর্বোচ্চ ভগবানের অভিমতও অবশ্যই অতি উচ্চ মানেরই হবে। আর এই কারণেই ওঁনার বাণী-কে অর্থাৎ শ্রীমতকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ মতের অধিকারী। ভক্তি-মার্গের সকল ভক্তগণও এই এক ভগবানকেই স্মরণ করে। যেহেতু তিঁনি ভগবান, তা হলে তো ওঁনার ভগবতীও থাকবে অবশ্যই। যেমন আত্মাদের পিতা যখন আছেন, সেক্ষেত্র মাতাও তো থাকবে,-তাই না! এক তো হয়ে থাকে আমাদের লৌকিক পিতা-মাতা, আর হয় পারলৌকিক মাতা-পিতা। লৌকিক পিতা-মাতা থাকা সত্বেও যদি কোন আত্মা যখন দুঃখী হয়ে পড়ে, সে তখন পারলৌকিক মাতা-পিতাকেই স্মরণ করতে থাকে। এখানে এখন তোমরা সেই লৌকিক সম্বন্ধেই আবদ্ধ হয়েছ। এই পারলৌকিক পিতা-মাতাই তোমাদেরকে পরলোকে নিয়ে যায়। লৌকিক সম্বন্ধ হলো বন্ধন যুক্ত, তাই এতে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। *দু'ধরনের পরলোক হয়, প্রথমটি হলো 'নিরাকারী-লোক', যেখানে সকল আত্মাদেরই বাসস্থান। দ্বিতীয়টি হলো 'সাকারী-লোক', যাকে সুখধাম বলা হয়। একটি শান্তিধাম আরেকটি সুখধাম*। বাবা এই দুঃখ লোকেই আসেন, যাকে মৃত্যুলোক বা পতিত ভ্রষ্টাচারী দুনিয়াও বলা হয়ে থাকে, এবং এখানে সকল আত্মারাই এখন পতিত, তাই বাবা আসেন তাদের সকলকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিকার গ্রস্ত আত্মাদেরকেই পতিত বলা হয়। সত্যযুগে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ নির্বিকারী পবিত্র-পাবন আত্মারাই থাকে। জগতের মানুষেরা তো আগে লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা ও গুণকীর্তন করতো, যেহেতু তারা নিজেদেরকে বিকারী আত্মা বলে মনে করতো। সত্যযুগ সুখধাম ও বৈকুন্ঠধাম হওয়ার কারণে লক্ষ্মী-নারায়ণ, মহারাজা-মহারানীরা এবং তাদের প্রজারাও সবাই থাকে পবিএ আত্মা। নরককে তো আর ধাম বলা যায় না, ধাম কেবলমাত্র পবিএ দুনিয়াকেই বলা হয়। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটা হলো সম্পূর্ণ অপবিত্র দুনিয়া। অথচ একসময় এই ভারতভূমীই ছিল সম্পূর্ণ সুখধাম অর্থাৎ পবিত্র দুনিয়া। যা এখন অবশ্য পতিত ভ্রষ্টাচারী, নরকে পরিনত হয়েছে। তাই তো এখন এক ও একমাত্র পরমাত্মা বাবাকেই আসতে হবে। যিঁনি এসে সকল আত্মাদেরকে সুখের পরশ দিয়ে সুখী বানাবেন। একমাত্র এই

পরমাত্মাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। জগতের মানুষ তো বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "বাবা, পূর্বে তুমিই তো আমাদের সেই স্বর্গ লাভের আশীর্বাদী বর্সা দিয়েছিলে।" অর্ধকল্প তো আমরা (আত্মারা) সেই স্বর্গেরেই অধিবাসী ছিলাম, যা ছিল সূর্য-বংশীয় ও চন্দ্র-বংশীয় রাজত্বের রাজধানী। বাবাও বাচ্চাদের স্মরণ করিয়ে বলেন- "হ্যাঁ, ২১-জন্ম তোমরা ব্রাহ্মণেরাই স্বর্গবাসী ছিলে।" তার মধ্যে ৮-জন্ম সত্যযুগে এবং ১২-জন্ম ত্রেতায় ছিলে। এই সব রহস্যের কথা বাবা স্বয়ং বসে তাঁর বাচ্চাদের বোঝান। তিঁনি বলেন, "বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের জন্মের কাহিনীই তো জানো না, আমি তোমাদের সেই সব বৃত্তান্ত্য বিসদে জানাচ্ছি।" নিরাকারী বাবা বসে তাঁর নিরাকারী বাচ্চাদের সাথে সেই সব কথাই আলোচনা করছেন। উঁনি জানাচ্ছেন, "আমি এই ব্রহ্মাবাবার সাধারণ শরীরকে আধার করে তোমাদের বুঝিয়ে থাকি। অর্ধকল্প তোমরা অ-শোক বাটিকায় (স্বর্গসুখে) ছিলে, তারপরেই তোমরা শোক বাটিকায় এসে পড়েছো। অর্থাৎ সুখ ভোগ সম্পূর্ণ হয়ে এখনকার এই দুঃখের সাগরে এসে পড়েছো। বাম-মার্গ নরক হওযার কারণে তোমরা যখন দুঃখী হও, তখন এই বাবা এসে তোমাদেরকে রাবণ-রাজ্যের শাষণ থেকে মুক্ত করে সুখের রাম-রাজ্যে নিয়ে যান। অবিনাশী নাটকের এই সব খেলা আগে থেকেই অবিনাশী চিত্রপটে খোঁদিত আছে। সেই অনুসারেই বাবার কর্ম-কর্তব্য হচ্ছে, আশীর্বাদী-বর্সা দেওয়া আর রাবণের কাজ হলো দুঃখের নিমিত্তে কেবল অভিশাপ দেওয়া। এসবই হলো অসীম বেহদের নাটকের কাহিনী চিত্র। তাই এখন আবার বাবা তোমাদের ২১-জন্মের জন্য সুখের আশীর্বাদী-বর্সা দিয়ে চলেছেন। যেহেতু ভগবান স্বয়ং স্বর্গের রচয়িতা, তাই তিনি তাঁর সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের অবশ্যই সেই স্বর্গ লাভের আশীর্বাদী-বর্সাই প্রদান করবেন। যেমনটি পূর্বেও তারা পেয়েছিল। এই মায়া এসেই অর্ধকল্প কেবল শ্রাপিত করে। এখন যদিও বা এসব ঘটনা-চক্র তোমারা তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করেছো। এই চক্র কখনো শেষ হয় না। তাই আবার এই আশীর্বাদী-বর্সা দেওয়ার জন্য বাবাকে আবারও অবশ্যই আসতে হবে। যেহেতু এখন বাবা এসেছেন তাঁর আশীর্বাদী-বর্সা দিতে, কিন্তু তোমরা এটা জানো যে, বাবার এই আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী একমাত্র সেই সকল আত্মারাই, যারা পূর্ব কল্পেও বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্সা পেয়েছিল। আগামীতে দেবী-দেবতা ধর্মীয় আত্মারা ব্যতীত অপর কোনও আত্মারাই বাবার সেই আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হতে পারবে না। বাবার ব্রাহ্মণ সন্তানরাই কেবলমাত্র দেবী-দেবতা পদের প্রাপ্তি লাভ করবে। সর্ব প্রথমে তোমরা আত্মারাই (ব্রাহ্মণ সন্তানেরা) নিরাকারী দুনিয়ার অধিবাসী ছিলে। তারপর তোমরা জগৎ সংসারে আসো সুখ-ভোগ ও কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করার জন্য। তোমরাই প্রথমে দেবী-দেবতা পদ পেয়ে তারপর ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে পরিনত হয়েছো। একমাত্র তোমরাই এই চার বর্ণের মধ্যে এসে থাকো। এখন যে সকল আত্মারা পুণরায় ব্রাহ্মণ হয়েছে, তারা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী বলে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা এটাও সম্যক্ জানে যে, সকল আত্মারা একই বাবার সন্তান হওয়ায়, একে অপরের ভাই-বোনের সম্পর্ক। যার ফলে তাদের আর বিকারের দৃষ্টিও থাকে না। যেহেতু তারা এটাও জেনে গেছে যে, একমাত্র পবিএতার দ্বারাই পবিএ দুনিয়ার মালিক হওয়া সম্ভব। তাই তারা সর্বদাই কেবলমাত্র এক বাবাকে এবং স্বর্গ রাজ্যকেই স্মরণ করতে থাকে। কারণ স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য কেবলমাত্র এই এক জন্মই তাদেরকে সম্পূর্ণ পবিএ থাকতে হয়। বর্তমানের এই সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই হলো মৃত্যুলোক, তাই তাকে অবশ্যই মুর্দাবাদ করাই উচিত, আর অমরলোককে জিন্দাবাদ। অমরলোকে রাবণের রাজত্ব না থাকার কারণে পাঁচ বিকারের নাম-গন্ধও পর্যন্ত থাকে না। সত্যযুগ ও ত্রেতা হলো রামরাজ্য, আর দ্বাপর ও কলিযুগকে বলা হয় রাবণরাজ্য। যে ভারত একসময় হীরের ন্যায় মুল্যবান ছিল, সেই ভারতই এখন কাঁনা-কড়ির মতন মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাই বাবা বলছেন, "এখন আমি এসেছি তোমাদেরকে পুনরায় হীরের মত

মূল্যবান জন্ম দিতে"। তিনি বলেন, "তোমরা ব্রাহ্মণেরা পুরোপুরি আমার শ্রীমত অনুসারেই চলো- তা না হলে তোমরা স্বর্গের সেই সুখ দেখতে পাবে না। স্বর্গে কোনও আত্মাই দুঃখী থাকে না এবং সেই রাজ্যও খন্ডিত রাজ্য হয় না। একমাত্র ভারত-ই হলো সেই প্রাচীন খন্ড রাজ্য যেখানে কেবল সকল দেবী-দেবতারাই রাজত্ব করে। তাই তো এই ভারত-ভূমিকেই স্বর্গ বলা হয়। অর্ধকল্প তোমরা সেই স্বর্গের সুখ লাভ করেছ, আর তারপরেই রাবণরাজ্য শুরু হয়েছে।শিববাবার দ্বারা স্থাপিত হওয়ার কারণে একমাত্র সত্যযুগকেই 'শিবালয়' বলা হয়ে থাকে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই সেই স্বর্গের স্থাপনা এবং শংকরের দ্বারা নরকের বিনাশ করিয়ে থাকেন। যিঁনি স্বর্গের স্থাপনা করবেন, তিঁনিই স্বর্গের পালনাও করবেন এবং তিঁনিই হবেন বিষ্ণুপুরীর মালিক। এক এই শিববাবাই আত্মাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়ে থাকেন। বর্তমানে তোমরাই হলে ব্রাহ্মণ বর্ণের একমাত্র অধিকারী এবং পরবর্তী কালে তোমরাই দেবী-দেবতা বর্ণ লাভ করবে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মণ বর্ণ লাভ করেছো। এরপরে তোমরাই আবার স্বয়ং বাবার সাথে পরমধাম নিবাসী হবে। এরপর পরমধাম থেকে তোমরাই আবার দেবতা রূপে জগৎ সংসারে আসবে। কেননা এক সত্যযুগই হলো সকল দেবী-দেবতাদের রাজ্য। সেই সময়ে পৃথিবীতে আর অন্য কোন খন্ডও (দেশ) থাকে না। এর পরবর্তী কালে অবশ্য ইসলাম্, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের উপস্থাপনা হতে থাকে।

এখন তোমরা পান্ডব সেনার ন্যায় যোগবলের দ্বারা পাঁচ বিকারকে জয় করে জগৎ জয়ী (জগৎজীত) বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছো। যেমন ভাবে ওনারা হয়েছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, সূর্য-বংশীয় স্বর্গের মালিক। ওনারাও এই ভাবেই সঙ্গমযুগে এই বাবার থেকেই আশীর্বাদী-বর্সা পেয়েছিলেন। *সঙ্গমযুগ হল ব্রাহ্মণ আত্মাদের যুগ। তাই যে সকল আত্মারা ব্রাহ্মণ হবে না, তারা তো কলিযুগের অর্ন্তভুক্তই থাকবে।* বাবা তোমাদের বেশ্যালয় থেকে মুক্ত করে শিবালয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন একমাত্র তোমরাই হলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীরা। ফলে তোমরা সকল ব্রাহ্মণ আত্মারাই হলে নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্কের। তাই তোমরা কখনই বিকার রূপী বিষ পান করতে পারো না। তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে, তোমাদের কিন্তু গৃহস্থ পরিবারের সঙ্গেই থাকতে হবে, অথচ তোমরা কখনও বিকার গ্রস্ত হতে পারবে না। এই রাবণরাজ্যে থেকেও তোমাদেরকে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকতে হবে। তা হলেই তখন এই প্রশ্নই আর উঠবে না যে, সত্যযুগের সৃষ্টি হবে কিরূপে ! বাবা স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে জানাচ্ছেন, "আমি তো এসেছি দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানানোর জন্যই। তাই তোমরা যদি এই অন্তিম জন্মে পবিএ হতে পারো, তবেই তোমরা সেই পবিএ দুনিয়ার মালিকও হতে পারবে। আর এই বিকারের জন্যই অবলা নারীদের উপর যত অত্যাচার হয়ে থাকে। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের কারণেই আসুরদের দ্বারা এতসব বিঘ্ন আসে। তাই তো বাবা সর্বদা বলে থাকেন, একমাএ তাঁর শ্রীমতে চলতে পারলেই তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা হতে পারবে। এতদিন তো তোমরা আসুরী মতে অর্থাৎ ৫ ভূতের মতেই চলে এসেছো। 'আমি আত্মা, আর আমাকে এই শরীরের মাধ্যমেই অভিনয় করতে হবে' -এটাই বর্তমান জগৎ-সংসারের মানুষেরা ভুলে গেছে। তাই তারা শালগ্রাম শিলাকেও আত্মা বলে। শালগ্রাম শিলার মতন পরমাত্মাও কোনও বিশাল আকারের নয়। আসলে আত্মা বা পরমাত্মা উভয়েই হলো তারার স্বরূপ। এই অতি ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যেই এত জন্মের কর্ম-কর্তব্যের সমস্ত অভিনয়ই লিপিবদ্ধ থাকে। আত্মা নিজেও তাই বলে, - 'আমিই এক শরীর ছেড়ে আবার অন্য শরীর ধারণ করি, নিজের পার্ট করবার উদ্দেশ্যে।' যেমন, যিনি শ্রী নারায়ণের আত্মা, তিনি বলবেন, 'আমি শ্রী নারায়ণের রূপ ধারণ করে এত জন্ম রাজত্ব করবো'। এই আত্মার মধ্যেই সমস্ত কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট ভরা রয়েছে। তাই এই জ্ঞানকেই গড

ফাদারলী নলেজ অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতার জ্ঞান সম্পন্ন বলা হয়। ভগবান উবাচ বলছেন, "ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং তাঁর সকল ঈশ্বরীয় ব্রাহ্মণ আত্মাদের নিজে বসে সে পাঠ পড়াচ্ছেন, যা কোনও সাধারণ মনুষ্য আত্মা এমন ভাবে পড়াতে পারেন না, একমাত্র অসীম বেহদের বাবাই এই পড়া পড়াতে পারেন। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবেই বা ঘুরছে এবং এই সৃষ্টি চক্রের সৃষ্টি অথবা স্রষ্টার সম্বন্ধে মনুষ্য আত্মার কোনো জ্ঞানই নেই। এখন তোমরা ব্রাহ্মনেরা শিবালয়ে অর্থাৎ সত্যযুগে যাওয়ার ন্যায় উপযুক্ত হচ্ছো। ভারত যখন ধন-সম্পত্তিতে ভরপুর ছিল, তখন এই জ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞানীও ছিল। বাবা এখন আবার এসেছেন এই ভারতভূমীকে হীরে তুল্য মূল্যবান বানাতে আর তার জন্যই তো তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে। নয়তো রাবণের মতে চললে তোমরা কানা-কড়ি, নুড়ি-পাথরের মত মূল্যহীন হয়েই যাবে। এখন তোমরা তো জানোই, এই দুনিয়ার মোট আয়ু (৫) পাঁচ হাজার বছর। এই সময় কালের মধ্যে থেকেই প্রতিটি কল্প পুরানো থেকে নতুনে আবর্তিত হয়। সত্যযুগ ও ত্রেতা হলো নতুন দুনিয়া এবং দ্বাপর ও কলিযুগ হয় পুরোনো দুনিয়া। বাবা পুণরায় সেই দৈবী দুনিয়া স্হাপন করতেই এসেছেন। একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাই কেবল সম্পূর্ণ ৮৪-জন্ম নিয়ে থাকো। আত্মারা তাদের ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কথা বলে ও শোনে। তারা (আত্মারা) আবার তাদের পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে পরমপিতা শিববাবা তাঁর জ্ঞানের পাঠ দ্বারা তা বুঝিয়ে দেন যে, বাবার সাথেই আমরা প্রথমে 'সুইট হোম' অর্থাৎ 'পরমধামে' ছিলাম, পরে আমরাই দেবতা হয়ে এখানে আসি, তা থেকে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে পরিণত হয়েছি। আবার এখনকার এই জন্মই হলো আমাদের অন্তিম-জন্ম। আমরা ব্রাহ্মণেরাই আবার স্বর্গের আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে দেবতা হবো এবং নতুন পবিত্র শরীর ধারণ করবো। এসব চক্রই আমাদের বুদ্ধিতে সঠিক ভাবে ধারণ করতে হবে। একমাত্র পবিএতার দ্বারাই তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা হতে পারবে। আর এই সব কথা কেবল তাদের বুদ্ধিতেই আসবে, যারা আগের কল্পেও এমনটাই হয়েছিলো। তা না হলে এসব নিশ্চয়তা কখনই তাদের বুদ্ধিতে সঠিক ভাবে আসবেই না। সমগ্র বিশ্বের এই চক্রের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধেও বুঝতে হবে। কোনো কোনো আত্মা এসব জানার পরেও তারা তাদের এই অমূল্য ঈশ্বরীয় পড়াও ছেড়ে দেয়। যদিও স্বর্গের প্রাপ্তি তাদেরও হবে, তবে যোগী হয়েও বিকর্ম বিনাশ না করতে পারার সাজা কিন্তু তাদের ভোগ করতেই হবে। স্বর্গে এসেও তারা প্রজার পদ থেকেও নীচু পদ প্রাপ্তি করবে। যারা পূর্বে স্বর্গ-রাজ্যের সর্বপ্রথম পবিত্র-পাবন মহারাজা-মহারানীরা ছিলেন,পরে তারাই পতিত হাওয়ার কারণে পতিত রাজা-রাণী হয়। এখন তারা সেই রাজা-রাণীর পদ থেকেও বহিষ্কৃত হয়েছে। এখন আবার পরমাত্মা শিববাবা নতুন করে পবিত্র-পাবন রাজা-রাণী বানাচ্ছেন। এই নিমিত্তেই এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের পঠন-পাঠন নিরাকার শিববাবা স্বয়ং পড়িয়ে থাকেন। এই দেহ ধারণকারী সাকার ব্রহ্মাবাবাও সেই নিরাকার শিববাবার থেকে শুনেই সমগ্র জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন। নিরাকার শিববাবা স্বয়ং তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ান। একমাত্র এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত হওয়া যায়। এই ব্রহ্মাবাবার আত্মাও অন্য সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদের সাথেই এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ছেন। ভালো কিংবা খারাপ সংস্কার তা তো কেবলমাত্র আত্মাতেই থাকে। ভালো সংস্কারী আত্মা ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে। কোনও কোনও আত্মা মায়া রূপ বিকারের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার কারণে এই অমূল্য ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে পড়তে আবার ছেড়েও দেয়। তারা দ্বিমত পোষণ করার কারণে, একদিকে যেমন রাবণের আসুরী মত গ্রহণ করে, তেমনি অপর দিকে রামের দৈবী মতও নেয়। কিন্তু এই অন্তিম জন্মে আমাদের কেবল রামের মতকেই অনুসরণ করতে হবে। জগতের মানুষেরা তো কখনো এমনও করে যে, রাবণ জয়ী হলে,

তখন তার দিকেই চলে যায়। ফলে তখন রামকেই তারা তাদের শত্রু মনে করে। তাদের জন্য অবশ্যই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও থাকে। তোমরা যেখানে রামের স্মরণ নিয়েছ, তারপর যদি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও নাশকতা মনোভাব নিয়ে রাবণের স্মরণে আসো, তবে তো রামের নিন্দাই করা হলো - তাই না! তোমাদের বুদ্ধিতে সর্বদাই এটাই রাখতে হবে যে, এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে রামরাজ্য ও রাবণ রাজ্যের এই খেলা হুবহু লিপিবদ্ধ হয়েই আছে। সত্যযুগ হল -- সতোপ্রধান, ত্রেতা হল -- সতঃ, তারপর দ্বাপর যুগ -- রজঃ, সবশেষে কলিযুগ হচ্ছে -- তমোঃ। এরপর তোমরা ব্রাহ্মণ (বি কে) বাচ্চারা আবার সতোপ্রধান হয়ে সত্যযুগেই যাবে। যেহেতু বাবা এসে তোমাদের ও এই দুনিয়াকে পুনরায় সতোপ্রধান বনিয়ে দেন। তারপর আবার সত্যযুগের (১৬) ষোলো কলা থেকে ত্রেতার (১৪) চৌদ্দ কলাতে আসতে হবে .....। (কলা = জ্ঞান, গুণ আর শক্তিতে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি) এরপর আবার রাবণের সংস্পর্শে আসার কারণে তোমাদের কলাও দ্রুত হ্রাস পেতে থাকবে। যেমন এখন এই কলিযুগের শেষ-লগ্নে কোনও কলাই আর অবশিষ্টই নেই আত্মার মধ্যে। আত্মারা নিজেরাই তা বলে- 'আমরা পতিত ভ্রষ্টাচারী হয়ে পড়েছি।' তাই এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে, যেহেতু পবিত্র-পাবন দুনিয়ার স্থাপনার কার্য শুরু হয়ে গেছে। বেহদ অসীমের পবিত্র বাবা তাঁর বাচ্চাদেরকে সঠিক ভাবেই চিনতে পারেন। (এই ঈশ্বরীয় মহা-বিদ্যালয়ে) ভগবানের ঘরে এখন তোমরা বসে আছ। তোমরা (বি কে) ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরাই পুনরায় সেই দেবতার আসন অধিগ্রহণ করতে পারবে। তারপর আবার একে একে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চক্রতেও আসতে হবে, কারণ এটা যে অবিনাশী চক্র। তাই তো তোমাদেরকে বলা হয়ে থাকে চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। রাজযোগ শিখে জ্ঞানকে ধারণ করতে পারলেই চক্রবর্তী রাজা-রাণী হতে পারা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই তো যথেষ্ট পুরুষার্থ করবে, স্বর্গে উচ্চ পদাধিকার লাভের জন্য। *আচ্ছা*।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি জানাচ্ছেন তাঁর নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই অন্তিম জন্মে আমাদেরকে অবশ্যই রামের মত অনুসারেই চলতে হবে। কখনই রামের স্মরণ ছেড়ে রাবণের স্মরণে গিয়ে শিববাবার গ্লানি বা নিন্দা করা চলবে না।

২) সাজার থেকে মুক্ত হতে গেলে, যোগী হয়ে বিকর্ম বিনাশ করতেই হবে। পবিত্র দুনিয়াতে (সত্যযুগে) যেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

বরদান : অর্থ উপার্জন অথবা সকলের সাথে আত্মীয়তার সম্বন্ধ বজায় রেখেও দুঃখ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম নষ্টমোহা (মোহমুক্ত), ট্রাস্টী (বিশ্বস্ত রক্ষক) হও।

বিস্তার : লৌকিক সম্বন্ধের মধ্যে থেকেও সব রকম দায়-দায়িত্বের সম্বন্ধ পালন করা একটা ব্যাপার আর সেই সম্বন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া - দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। বিশ্বস্ত ও রক্ষক (ট্রাস্টী) থেকে ধন উপার্জন করা আলাদা কথা, কিন্তু কেবল অর্থ উপার্জনের মধ্যে যুক্ত অর্থাৎ মোহগ্রস্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করা - এই দুটো সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। মোহমুক্ত এবং বিশ্বস্ততার রক্ষকের নিদর্শণ হল- সেখানে দুঃখ ও অশান্তির নাম-গন্ধ মাত্রও থাকবে না। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে কখনও বা

কম-বেশী হতে পারে অথবা দায়-দায়িত্ব পালনে দুর্বল বা অসুস্থও হয়ে পরতে পারো, তথাপি যেন মনে কোনও দুঃখের ঢেউ না আসে। সর্বদা নিশ্চিন্ত বে-ফিকির বাদশাহের মতই থাকবে।

স্লোগান :-দয়ালু আত্মা তাকেই বলা হবে যিনি দুর্বল আত্মাকে সাহস ও শক্তি যুগিয়ে থাকেন।